

এক নজরে পশ্চিমবঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গ বঙ্গোপসাগর বরাবর ভারতের পূর্ব অঞ্চলের একটি রাজ্য। আদমশুমারি 2011 অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা আনুমানিক 9.13 কোটি টাকা এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটি 88,752 বর্গ কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত। এটি ভারতের চতুর্থ বৃহত্তম জনবহুল রাজ্য।

এক নজরে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য	
ভৌগলিক এলাকা	88752 sq km
ভারতের ভূখণ্ডের সাপেক্ষে রাজ্যের শতকরা এলাকা	2.74%
গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত	1666 mm
জেলার সংখ্যা	20
উপ-বিভাগের সংখ্যা	66
ব্লকের সংখ্যা	341
পৌরসভার সংখ্যা	120
মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের সংখ্যা	6
গ্রামের সংখ্যা	37945
গ্রাম পঞ্চগয়েতের সংখ্যা	3354
রাজধানী	Kolkata
সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জেলাসমূহের সংখ্যা	12 #
প্রধান ভাষা	Bengali
বিদ্যুতায়িত গ্রামসমূহ	83.60%

পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহাসিক পটভূমি

প্রাচীন বাংলা

বাংলার প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় মহাভারতে 'ভাঙ্গা' হিসেবে। সেই সময়, অঞ্চলটি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং সর্দারদের দ্বারা শাসিত হয়েছিল। বৈদিক সাহিত্যের প্রাচীন রেকর্ড অনুসারে, এটি বিভিন্ন বর্ণের লোকদের বেশ কয়েকটি

গোষ্ঠীর দ্বারা বাস করত। বাংলার আদি অধিবাসীরা আর্য ছিল না, বরং দ্রাবিড় (সম্ভবত) ছিল। বৈদিক যুগের পর আর্যরা বাংলায় আসে। এটা অনুমান করা হয় যে বাংলার ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য উচ্চবর্ণের আর্যদের বংশধর ছিল, যারা তাদের সংস্কৃতিকে বাংলার আদিম বর্বর উপজাতিদের উপর চাপিয়ে দিয়েছিল।

মধ্যযুগীয় বাংলা

ভারতে রাজতন্ত্র যখন এসেছিল তখন অনেক রাজবংশ বাংলার উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করেছিল। 3য় শতাব্দীতে মৌর্য ও গুপ্তরা বাংলায় তাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার ফলে বাংলায় উপজাতীয় প্রধানদের দ্বারা শাসিত সমস্ত ছোট ছোট রাজ্যের সমাপ্তি ঘটে। পালরা গুপ্তদের পরে আসে এবং প্রায় 800 খ্রিস্টাব্দ থেকে 11 শতক পর্যন্ত এই অঞ্চলে তাদের শক্তিশালী শাসন প্রতিষ্ঠা করে, যার পরে সেনরা বাংলায় রাজত্ব করে। সেন রাজবংশ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতে দিল্লির সুলতান কুতুব-উদ-ইন-আইবকের কাছে বাংলার রাজ্য হারায়। দিল্লি সুলতানের অংশ হওয়ার পর বাংলার এই অঞ্চলটি মুঘলদের অধীনে চলে আসে। মুসলিম সংস্কৃতির প্রভাব হিসাবে, রাজ্যে রূপান্তর ঘটতে শুরু করে এবং বাংলা শিল্প, সংস্কৃতি এবং কুটির শিল্পের বিকাশও প্রত্যক্ষ করে। মুসলিমের মতো জিনিসের উৎপাদন বাংলাকে লাইমলাইটে নিয়ে এসেছিল, কারণ বিশ্বের অন্যান্য অংশে তাদের প্রচুর চাহিদা ছিল। মুসলিম রাজত্বের এই পর্যায়টি অবশ্যই বাঙালি সংস্কৃতির উপর চিরস্থায়ী প্রভাব ফেলেছিল।

আধুনিক বাংলা

বাংলার আধুনিক ইতিহাস সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে খুঁজে পাওয়া যায়, যখন বিদেশী প্রভাবগুলি রাজ্যে ব্যবসার লক্ষ্য নিয়ে আসতে শুরু করে। পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ডেনিশ ফরাসি এবং ব্রিটিশ প্রভাব, সবই সপ্তদশ শতাব্দীতে শুরু হয়েছিল এবং তার ক্রমবর্ধমান টেক্সটাইল বাজার এবং কৌশলগত অবস্থানের কারণে সেই সময় বাংলা বিশ্বে খ্যাতি অর্জন করেছিল। ব্রিটিশরা 1690 সালে ব্যবসায়ী হিসাবে বাংলায় আসে এবং প্রায় 60 বছরের মধ্যে সমগ্র রাজ্যের উপর তাদের কর্তৃত্ব প্রসারিত করে। অন্যদিকে, মুঘল রাজবংশ রাজ্যের উপর তাদের কর্তৃত্ব হারাতে শুরু করে।

পশ্চিমবঙ্গের ভূপ্রকৃতি

উত্তরে শক্তিশালী হিমালয় থেকে শুরু করে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত, পশ্চিমবঙ্গ ভিন্ন প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের একটি গুচ্ছ। মরু অঞ্চল ছাড়া সবরকমের ভূপ্রকৃতি পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে। আমরা তিনটি ভাগে পশ্চিমবঙ্গের ভূপ্রকৃতিকে ভাগ করতে পারি -

উত্তরের পার্বত্য অঞ্চল

সম্পূর্ণ দার্জিলিং জেলা এবং জলপাইগুড়ির কিছু অংশ এই ভূপ্রকৃতির অন্তর্গত। উঁচু উঁচু পর্বত, গিরিখাত, এই অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

- সান্দাকফু হিমালয়ের সিঙ্গালিলা রিজে অবস্থিত রাজ্যের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। হিমালয়ের সিঙ্গালিলা রিজ, পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম এবং নেপালের সীমান্তে অবস্থিত।
- এই রিজের অন্যান্য শৃঙ্গগুলি হল ফালুট (3,600 মিটার)। টংলু (3,036 মি)। সবরগ্রাম (3,543 মি)।
- টাইগার হিল (2,590 মিটার) ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দার্জিলিঙে অবস্থিত একটি পর্বত। এটি থেকে মাউন্ট এভারেস্ট এবং মাউন্ট কাঞ্চনজঙ্ঘার একটি প্যানোরামিক দৃশ্য দেখা যায়।

পশ্চিমবঙ্গের মালভূমি

পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম অংশ মালভূমি দ্বারা বেষ্টিত। এর মধ্যে রয়েছে মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম ও মেদিনীপুর জেলার সমগ্র পুরুলিয়া জেলা। এটি একটি নিম্ন মালভূমি যার গড় উচ্চতা 300 মিটার।

- পুরুলিয়া জেলার কাঁসাই ও সুবর্ণরেখার মধ্যবর্তী জমিটি মালভূমির সবচেয়ে উঁচু অংশ। অজোধ্য পর্বতটি তার চূড়া গোর্গবুরু (677 মিটার), যা মালভূমির সর্বোচ্চ বিন্দু।
- অনেক পাহাড় আছে। এর মধ্যে শুশুনিয়া পাহাড় (447 মিটার) এবং বিহারিনাথ (439 মিটার) গুরুত্বপূর্ণ।
- পাঞ্চোত পাহাড় সুরির কাছে বক্রেশ্বরের উপর অবস্থিত, মালভূমির সাধারণ ঢাল পূর্ব দিকে।
- মালভূমি অনেক নদী দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়েছে; তাদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল দামোদর, অজয়, ময়ূরাস্কী, শিলাই, কাঁসাই এবং সুবর্ণরেখা। এই নদীগুলি বৃষ্টি-নির্ভর এবং তারা পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গের সমভূমি অঞ্চল

পশ্চিমবঙ্গের বিস্তীর্ণ অংশ সমতলের দখলে। এটি উত্তরের তরাই-ডুয়ার্স থেকে দক্ষিণে ব-দ্বীপ এবং পশ্চিমে মালভূমি থেকে পূর্বে বাংলাদেশ সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত একটি বিশাল স্তরের ভূমি। এটি অত্যন্ত উর্বর এবং জনবহুল। পশ্চিমবঙ্গের সমভূমিকে ভূমির ভৌত বৈশিষ্ট্য অনুসারে নিম্নোক্ত বিভাগসমূহে বিভক্ত করা যেতে পারেঃ

- তরাই-ডুয়ার্স অঞ্চল :- তরাই-ডুয়ার্স দার্জিলিং হিমালয়ের পাদদেশ বরাবর পশ্চিমবঙ্গের উত্তর অংশে অবস্থিত। তরাই-ডুয়ার্স অঞ্চলটি অরন্য বেষ্টিত একটি সমতল। এটি হিমালয় এবং উত্তর বঙ্গ সমতল সমভূমির মধ্যে উচ্চ সমভূমির একটি ট্রানজিশনাল বেল্টকে প্রতিনিধিত্ব করে।
- উত্তর সমভূমি:-এটি গঙ্গার উত্তর দিকে এবং তরাই-ডুয়ার্স অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। এটির দক্ষিণদিকে একটি মৃদু ঢাল রয়েছে। কোচবিহারের সমভূমি উত্তরের তরাই-ডুয়ার্স অঞ্চলের অনুরূপ। মহানন্দার (দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদা জেলার) পূর্ব দিকে সমতলটি তুলনামূলকভাবে পুরানো আলুভিয়ামের লাল মাটির মাটি দ্বারা গঠিত এবং এটি 'বরেন্দ্রভূমি' নামে পরিচিত।
- মহানন্দার পশ্চিমে সমভূমিটি মহানন্দার একটি উপনদী কালিন্দী নামে একটি নদী দ্বারা নদী বিধৌত হয়। কালিন্দী অঞ্চলটিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করে; কালিন্দীর উত্তরঅংশ একটি জলাভূমি এবং এটি 'তাল' নামে পরিচিত। এর দক্ষিণ অংশ উর্বর এবং ভাল জনবহুল, এবং এই অঞ্চলটিকে 'দিয়ারা' বলা হয়।
- দক্ষিণের সমভূমি :- ভাগীরথী-হুগলী যা এই সমভূমির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, দক্ষিণ সমভূমিকে দুটি উপ-অঞ্চলে বিভক্ত করে, রাড় সমতল ও বাগরি সমভূমি।

পশ্চিমবঙ্গের আদমশুমারি

2011 সালের আদমশুমারির বিবরণ অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা 9.13 কোটি, যা 2001 সালের আদমশুমারির 8.02 কোটি থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে।

জনসংখ্যা (2011 সালের আদমশুমারি অনুযায়ী)	
জনসংখ্যা	913.48 lac
গ্রামীণ জনসংখ্যা	657.97 lac
গ্রামীণ জনসংখ্যা %	72.03%
পুরুষ জনসংখ্যা	469.27 lac (51.37%)
নারী জনসংখ্যা	444.21 lac (48.69%)
লিঙ্গ অনুপাত	1056 :1000
শিশু লিঙ্গ অনুপাত	প্রতি 1000 জন শিশুপুত্রে 956 জন কন্যা শিশু।
জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	2001-2011 সময়কালে 13.84 শতাংশ
মোট গৃহস্থালির সংখ্যা	157.16 lac
গ্রামীণ গৃহস্থালির সংখ্যা	111.62 lac
শহুরে গৃহস্থালির সংখ্যা	45.54 lac
SC জনসংখ্যা	184.53 lac
ST জনসংখ্যা	44.06 lac
জনসংখ্যার ঘনত্ব	1029 per sq Km
নগরায়ন অনুপাত	27.97%
সাক্ষরতার স্তর	626.14 lac (68.55%)
মাথাপিছু নিট আয়	Rs. 41469/-

পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী দেশ এবং রাজ্যগুলি

সংকীর্ণ উত্তরমুখী সম্প্রসারণের কারণে পশ্চিমবঙ্গও তিনটি দেশের সাথে তার সীমানা ভাগ করে নেয়। সেই দেশগুলি হল- পূর্বে বাংলাদেশ এবং উত্তরে নেপাল ও ভুটান। বাংলাদেশ হচ্ছে সেই দেশ যার সাথে ভারতের এবং পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে

বড় সীমান্ত রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ ভারতের পাঁচটি রাজ্যের সীমানায় রয়েছে, সেগুলি হল ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, বিহার, সিকিম এবং আসাম।

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা এককক্ষবিশিষ্ট। এটি কলকাতার বি বা দি বাগ এলাকায় অবস্থিত। মোট সদস্য - 294 জন। সপ্তদশ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বর্তমান স্পিকার হলেন বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডেপুটি স্পিকার হলেন আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল

ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলির মতোই, রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান রাজ্যপাল কেন্দ্রীয় সরকারের সুপারিশ অনুসারে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্বাচিত হন। তবে তার পদটি মূলত আনুষ্ঠানিক।

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান রাজ্যপাল লা. গনেশন। এর সাথে সাথে তিনি মনিপুর রাজ্যের রাজ্যপাল হিসাবে দায়িত্বভার সামলাচ্ছেন।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী

মমতা ব্যানার্জী যিনি 2011 সালের 20 শে মে থেকে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অষ্টম এবং বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন, যিনি প্রথম মহিলা যিনি এই পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীদের একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হল

মুখ্যমন্ত্রীদের নাম	From	To
প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ	আগস্ট 15, 1947	জানুয়ারী 14, 1948
বিধানচন্দ্র রায়	জানুয়ারী 14, 1948	1 জুলাই 1962
রাষ্ট্রপতি শাসন	জুলাই 1, 1962	জুলাই 8, 1962
প্রফুল্লচন্দ্র সেন	জুলাই 8, 1962	মার্চ 15, 1967
অজয় কুমার মুখার্জী	মার্চ 15, 1967	নভেম্বর 2, 1967

প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ	নভেম্বর 2, 1967	ফেব্রুয়ারী 20, 1968
রাষ্ট্রপতি শাসন	ফেব্রুয়ারী 20, 1968	ফেব্রুয়ারী 25, 1969
অজয় কুমার মুখার্জী	ফেব্রুয়ারী 25, 1969	মার্চ 19, 1970
রাষ্ট্রপতি শাসন	মার্চ 19, 1970	এপ্রিল 2, 1971
প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ	এপ্রিল 2, 1971	জুন 28, 1971
রাষ্ট্রপতি শাসন	জুন 28, 1971	মার্চ 19, 1972
সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়	মার্চ 19, 1972	জুন 21, 1977
জ্যোতি বসু	জুন 21, 1977	নভেম্বর 6, 2000
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য	নভেম্বর 6, 2000	মে 13, 2011
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়	মে 20, 2011	মে 25, 2016
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়	মে 26, 2016	মে 04, 2021
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়	মে 05, 2021	বর্তমান

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মন্ত্রীপরিষদ

মুখ্যমন্ত্রী সরকারের প্রধান, এবং তার হাতেই রাজ্যের প্রকৃত শাসনক্ষমতা ন্যস্ত থাকে। কলকাতা পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী এবং এখানেই রাজ্যের আইনসভা বিধানসভা ও সচিবালয় মহাকরণ অবস্থিত। নীচে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মন্ত্রীপরিষদ এর একটি আপডেটেড তালিকা দেওয়া হল।

পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মন্ত্রীপরিষদ (As on October 2022)	
ডিপার্টমেন্ট	দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী
অর্থ	শ্রীমতী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য
খাদ্য সরবরাহ	শ্রী রথীন ঘোষ
বন	শ্রী জ্যোতি প্রিয় মল্লিক
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

উচ্চ শিক্ষা	শ্রী ব্রাত্য বসু
তথ্য ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক	মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
সেচ ও জলপথ	শ্রী পার্থ ভৌমিক
বিচারিক	শ্রী মলয় ঘটক
শ্রম	শ্রী মলয় ঘটক
ভূমি ও ভূমি সংস্কার এবং উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন	মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
শিল্প, বাণিজ্য ও উদ্যোগ	ডঃ শশী পাঁজা
আইন	শ্রী মলয় ঘটক
অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ এবং টেক্সটাইল	শ্রী চন্দ্রনাথ সিনহা
পঞ্চগয়েত ও গ্রামোন্নয়ন	শ্রী প্রদীপ কে আর মজুমদার
সংসদ বিষয়ক	শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
কর্মী ও প্রশাসনিক সংস্কার	মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
শক্তি	শ্রী অরুণ বিশ্বাস
গণপূর্ত	শ্রী পুলক রায়
স্কুল শিক্ষা	শ্রী ব্রাত্য বসু
পর্যটন	শ্রী বাবুল সুপ্রিয়
পরিবহণ	শ্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী
নগর উন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক	ফিরহাদ হাকিম
জল সম্পদ ও উন্নয়ন	শ্রী মানস রঞ্জন ভূনিয়া

নারী ও শিশু উন্নয়ন ও সমাজ কল্যাণ	ডঃ শশী পাঁজা
যুব সেবা ও খেলাধুলা	শ্রী অরুণ বিশ্বাস
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও বেসামরিক প্রতিরক্ষা	জনাব জাভেদ আহমেদ খান
ভোক্তা বিষয়ক	শ্রী বিপ্লব মিত্র
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং জৈব-প্রযুক্তি	শ্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস
কৃষি	শ্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের সাক্ষরতার হার

পশ্চিমবঙ্গে সাক্ষরতার হার 2011 সালের আদমশুমারি অনুযায়ী 76.26 শতাংশ। এর মধ্যে পুরুষ সাক্ষরতার হার 81.69 শতাংশ এবং নারী সাক্ষরতার হার 70.54 শতাংশ। 2001 সালে পশ্চিমবঙ্গে সাক্ষরতার হার ছিল 68.64 শতাংশ, যার মধ্যে পুরুষ ও মহিলা ছিল যথাক্রমে 77.02 শতাংশ এবং 59.61 শতাংশ। পূর্ব মেদিনীপুরে সাক্ষরতার হার সবচেয়ে বেশি এবং উত্তর দিনাজপুরে সাক্ষরতার হার সবচেয়ে বেশি।

পশ্চিমবঙ্গের ধর্মীয় তথ্য

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে হিন্দু ধর্ম সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্ম, যার অনুসারী সংখ্যা 70.54 %। ইসলাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের দ্বিতীয় সর্বাধিক জনপ্রিয় ধর্ম, যার প্রায় 27.01 % এর অনুসারী। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে, খ্রিস্টান 0.72%, জৈন ধর্ম 0.07%, শিখ ধর্ম 0.07% এবং বৌদ্ধধর্ম 0.07% অনুসরণ করে। প্রায় 1.03% 'অন্যান্য ধর্ম', প্রায় 0.25% 'কোনও নির্দিষ্ট ধর্ম নেই'।

পশ্চিমবঙ্গের ভাষাসমূহ

ইংরেজি এবং বাংলা হল রাজ্যের দুটি সরকারী (সম্ভবত, প্রথম সরকারী) ভাষা। পরে যুক্ত হওয়া পশ্চিমবঙ্গের অতিরিক্ত দাপ্তরিক ভাষা হল উর্দু, গুরমুখী, নেপালি, ওল চিকি, ওড়িয়া, হিন্দি, কামতাপুরী, রাজবংশী, কুরমালি।

পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত নৃত্য রূপ

পশ্চিমবঙ্গ, ভারতের একটি অবিভাজ্য রাজ্য, তার সংস্কৃতি, শিল্প, সঙ্গীত এবং সুস্বাদু খাবারের জন্য বিখ্যাত। পশ্চিমবঙ্গ বিভিন্ন প্রাচীন লোকনৃত্য ও সঙ্গীতের আবাসস্থল।

- ব্রিটা নাচ বা বৃত্ত নাচ হল পশ্চিমবঙ্গের একটি ঐতিহ্যবাহী লোকনৃত্য যা ঈশ্বরের কাছ থেকে আশীর্বাদ প্রার্থনা করে এমন মহিলাদের দ্বারা সঞ্চালিত হয় যাতে তাদের সন্তানদের ইচ্ছা পূরণ হয়। কোনও ব্যক্তি বা তাদের প্রিয়জনরা যখন কোনও সংক্রামক বা প্রাণঘাতী রোগ থেকে সুস্থ হয়ে ওঠে তখনও নাচটি সঞ্চালিত হয়।
- গম্ভীরা নৃত্য একটি নৃত্য যা মূলত রাজ্যের উৎসবের সময় সঞ্চালিত হয়। এই ভক্তিমূলক লোকনৃত্যের বিষয়বস্তু সমসাময়িক সমাজের সামাজিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক সমস্যার উপর ভিত্তি করে। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে জনপ্রিয়, নাচটি একটি একক অনুষ্ঠান যেখানে অংশগ্রহণকারী পারফর্ম করার সময় একটি মুখোশ পরেন।
- সাঁওতাল নৃত্য একটি অত্যন্ত প্রাণবন্ত এবং প্রফুল্ল নৃত্য যা সাঁওতালি উপজাতির পুরুষ ও মহিলা উভয়ের দ্বারা সঞ্চালিত হয়। নাচের থিমটি লিঙ্গ সমস্যা এবং জমির অধিকার সম্পর্কিত। এটি বসন্ত উৎসব উদযাপনের জন্য সঞ্চালিত হয়।
- নাচের সবচেয়ে সুপরিচিত ফর্মগুলির মধ্যে একটি হল লাঠি নাচ। মুসলিম উৎসব মহরমের প্রথম দশ দিনে সঞ্চালিত, এটি অনুশোচনা, উদযাপন, ক্রোধ, ব্যথা এবং ভালবাসার মতো মানব জীবনের বিভিন্ন আবেগ প্রকাশ করে।
- ছৌ রাজ্যের সবচেয়ে ব্যাপকভাবে প্রচলিত উপজাতীয় নৃত্যের ফর্মগুলির মধ্যে একটি। নৃত্যটি মার্শাল আর্ট, অ্যারোবিक्स এবং অ্যাথলেটিক্স উদযাপন থেকে শুরু করে শৈববাদ, শক্তি এবং বৈষ্ণবধর্মে পাওয়া ধর্মীয় থিমগুলির সাথে একটি কাঠামোগত নাচ পর্যন্ত বিস্তৃত। নৃত্যের দ্বারা প্রণীত গল্পগুলি রামায়ণ এবং মহাভারতের মহান মহাকাব্য থেকে নেওয়া হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য প্রতীক

পশ্চিমবঙ্গের প্রতীক হল সরকারের সরকারি সিলমোহর।

প্রতীক: এটি একটি বৃত্ত নিয়ে গঠিত যা বাংলা বর্ণমালার একটি উপস্থাপনা দ্বারা হাইলাইট করা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সাথে একটি গ্লোব চিত্রিত করে। পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় প্রতীক পৃথিবীর উপরে প্রদর্শিত হয় এবং প্রতীকটিতে ইংরেজি অর্থাৎ West Bengal এবং বাংলা ভাষা অর্থাৎ "পশ্চিমবঙ্গ" এ রাজ্যের নাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য প্রতীক

- পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য প্রাণী: মাছ ধরা বিড়াল বা গেছো বিড়াল

- পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য পাখি: সাদা গলার কিংফিশার
- পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য ফুল: রাতে ফুল ফোটানো জুঁই
- পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য বৃক্ষ: ছাতিম গাছ

পশ্চিমবঙ্গের উৎসব

পশ্চিমবঙ্গ উৎসবের ক্ষেত্র। বাংলায় একটি প্রচলিত প্রবাদ আছে 'বারো মাসে তেরো পার্বণ': এর আক্ষরিক অর্থ বারো মাসে তেরোটি উৎসব। সব ধর্মের প্রায় সব উৎসবই এখানে সমান ধর্মীয় অনুভূতি ও উদ্দীপনার সাথে উদযাপিত হয়। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ যে উৎসবগুলি উদযাপন করে তাতে তার দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বজায় রাখার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে। বিপুল সংখ্যক মেলাও আয়োজন করা হয়।

- পশ্চিমবঙ্গে উদযাপিত সবচেয়ে জনপ্রিয় উৎসব হল দুর্গা পূজা যেখানে সমস্ত মানুষ রাস্তায় বেরিয়ে আসে এবং এই চার দিনের উৎসবটি উদযাপন করে।
- পশ্চিমবঙ্গে উদযাপিত অন্যান্য উৎসবগুলি হল কালী পূজা, বসন্ত পঞ্চমী, বিজয়া দশমী, ভাই ফোন্টা, হোলি, মহাবীর জয়ন্তী, বুদ্ধ জয়ন্তী, রথযাত্রা এবং ক্রিসমাস।
- বাংলা নববর্ষকে বলা হয় পৈলা বৈশাখ। উৎসবটি বেশিরভাগই এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে পড়ে এবং এটি একটি দুর্দান্ত আনন্দের সময়।
- পৌষ সংক্রান্তি বা বাংলার ফসলের উৎসব আরও একটি দুর্দান্ত অনুষ্ঠান। এই শুভ দিনে দেবী লক্ষ্মীর আরাধনা করা হয়।
- বাংলায় বসন্ত উৎসব উদযাপনের সুন্দর ঐতিহ্যটি নোবেল বিজয়ী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম শুরু করেছিলেন, তাঁর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতনে।
- টুসু একটি ধর্মীয় উৎসব যেখানে গ্রামের মেয়েরা এবং মহিলারা শীতের প্রথম মাস পৌষ মাসে টুসু গান গায়। পৌষ মাসের শেষ দিন 'মকর সংক্রান্তি'র সারা রাত টুসু গান গাওয়া হয়। মহিলারা মালা বিনিময় করেন এবং আট ধরণের ডাল ফ্রাই করেন যা দেবী টুসুকে নৈবেদ্য হিসাবে দেওয়া হয়।
- কলকাতা বা পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত বইপ্রেমীরা কলকাতা বইমেলায় আকর্ষণীয় উৎসবের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন।
- মকর সংক্রান্তি উপলক্ষে জানুয়ারির মাঝামাঝি সময়ে বঙ্গোপসাগরের সাগর দ্বীপপুঞ্জ (দক্ষিণ ২৪ পরগণা) গঙ্গাসাগর মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

পশ্চিমবঙ্গে জাতীয় সড়ক ও রাজ্য সড়ক

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের একটি ভাল সড়ক নেটওয়ার্ক রয়েছে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে রাজ্য সড়কের দৈর্ঘ্য প্রায় 3.3 হাজার কিলোমিটার। নিম্নে আমরা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের জাতীয় মহাসড়কগুলিকে তালিকাভুক্ত করেছি

পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় মহাসড়কের তালিকা			
S.No.	NH-No.	রুট	দৈর্ঘ্য (কিমি)।
1	2	ঝাড়খন্ড সীমান্ত থেকে বরাকর-আসানসোল-রানিগঞ্জ- দুর্গাপুর-পানাগড়-পালসিট-ডানকুনি থেকে কলকাতা/কলকাতার কাছে	235 km (146 mi)
2	6	ঝাড়খন্ড সীমান্ত-খড়গপুর-ডেবরা-পাঁশকুড়া-কোলাঘাট- বাগনান-ডানকুনি থেকে কলকাতার কাছে	161 km (100 mi)
3	31	ডালখোলা-কাঁকি-পাঞ্জিপাড়া-ইসলামপুর-বাগডোগরা- সেভোক-ময়নাগুড়ি-গৈরকাটা-ফালাকাটা-কোচবিহার- তুফানগঞ্জ পর্যন্ত অসম সীমান্ত পর্যন্ত	366 km (227 mi)
4	31A	সিকিম সীমান্ত পর্যন্ত সেভক-নামথাং	30 km (19 mi)
5	31C	গালগালিয়া-নকশালবাড়ি-বাগডোগরা-চালসা-নাগরাকাটা- গয়েরকাটা-আলিপুরদূরা পর্যন্ত অসম সীমান্ত পর্যন্ত।	142 km (88 mi)
6	32	ঝাড়খন্ড বর্ডার-গৌরীনাথধাম-পুরুলিয়া- কান্তাডিহ-উরমা- বলরামপুর থেকে ঝাড়খন্ড সীমান্ত পর্যন্ত	72 km (45 mi)
7	34	ডালখোলা-করণদিঘি-রায়গঞ্জ-পাণ্ডুয়া-ইংরাজ বাজার- মোরগ্রাম-বহরমপুর-পলাশি-কৃষ্ণনগর-বারাসাত-কলকাতা	443 km (275 mi)
8	35	ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বারাসাত-গাইঘাটা-বনগাঁ- পেট্রাপোল।	61 km (38 mi)
9	41	পাঁশকুড়া-তমলুক-মহিষাদল-হলদিয়া বন্দরের কাছে এনএইচ-৬-এর সঙ্গে জংশন।	51 km (32 mi)
10	55	শিলিগুড়ি-কার্শিয়াং-দার্জিলিং	77 km (48 mi)
11	60	ওড়িশা সীমান্ত-দাঁতন-বেলদা-খড়গপুর-মেদিনীপুর-বাঁকুড়া- মেজিয়া-রানিগঞ্জ থেকে এবং 2 নং জাতীয় সড়কের সংযোগস্থলে গিয়ে শেষ হয়	389 km (242 mi)
12	60A	বাঁকুড়া-ছাতনা-ছরা-লাঙ্গুরকা-পুরুলিয়া	100 km (62 mi)
13	80	ফারাক্কা বিহার সীমান্ত পর্যন্ত	10 km (6.2 mi)
14	81	বিহার সীমান্ত-হরিশ্চন্দ্রপুর-কুমঙ্গরজ-মালদা থেকে	55 km (34 mi)
15	117	সেতু-কলকাতা-ডায়মন্ড হারবার-কুলপি-নামখানা-বকখালি	138 km (86 mi)
16	116B	নন্দকুমার - কন্টাই - দিঘা - চন্দনেশ্বর	91 km (57 mi)

পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত ব্যক্তিত্বরা

ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী বিভিন্ন ক্ষেত্রের বেশ কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির আবাসস্থল। এই সত্যটি ভুলে গেলে চলবে না যে নোবেল বিজয়ীদের বেশিরভাগই এই রাজ্য থেকে - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমর্ত্য সেন, মাদার টেরেজা (যদিও জন্মগতভাবে বাঙালি নয়, তিনি কলকাতাকে তার কাজের জায়গা করে তুলেছিলেন) এবং স্যার সি ভি রমন।

বাংলার কিংবদন্তী	সম্পর্কিত তথ্য
শ্রী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু	চৈতন্য মহাপ্রভু ছিলেন একজন বাঙালি আধ্যাত্মিক শিক্ষক এবং সমাজ সংস্কারক যিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।
রাজা রামমোহন রায়	সর্বসম্মতিক্রমে তাকে প্রথম 'আধুনিক মানুষ' হিসেবে বিবেচনা করা হয়। আধুনিক ভারতে সামাজিক-ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সংস্কার আন্দোলনের পথিকৃৎ রামমোহন রায় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে মানবিক যুক্তি ও যৌক্তিকতার উপর জোর দিয়েছিলেন।
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, যিনি বিদ্যাসাগর নামে পরিচিত, তিনি ছিলেন একজন মহান মানবতাবাদী, একজন প্রখ্যাত পণ্ডিত এবং একজন শক্তিশালী সমাজ সংস্কারক। তিনি নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রাখেন এবং অ-ব্রাহ্মণদের জন্য সংস্কৃত কলেজের দরজাও খুলে দেন।
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	মাইকেল মধুসূদন দত্ত ছিলেন বাঙালি কবি ও নাট্যকার। তিনি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহান কবি ছিলেন।
শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস	তাঁর পুরো জীবন আক্ষরিক অর্থেই ঈশ্বরের প্রতি এক নিরবচ্ছিন্ন চিন্তা-ভাবনা ছিল। তিনি ঈশ্বর-চেতনার এক গভীরতায় পৌঁছেছিলেন।
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য ব্যক্তিত্ব। তিনি শুধু একজন লেখক ও কবিই ছিলেন না, ছিলেন একজন শিক্ষাবিদ, একজন মহান মানবতাবাদী ও দার্শনিকও।
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামেও পরিচিত ছিলেন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ও কবি। তিনি ভারতের জাতীয় সঙ্গীত বন্দে মাতরম-এর লেখক হিসেবে বিখ্যাত।
মা সারদা দেবী	রামকৃষ্ণ পরমহংসের স্ত্রী ও আধ্যাত্মিক সমকক্ষ, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার এক রহস্যময়ী। রামকৃষ্ণ সন্ন্যাসীদের অনুসারীদের দ্বারা সারদা দেবীকেও পবিত্র মা হিসাবে শ্রদ্ধার সাথে সম্বোধন করা হয়।
স্বামী বিবেকানন্দ	বিবেকানন্দ ছিলেন তাঁর যুগের বিখ্যাত আধ্যাত্মিকতাবাদী রামকৃষ্ণ পরমহংসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিষ্য।

কেশবচন্দ্র সেন	কেশবচন্দ্র সেন ছিলেন একজন ভারতীয় বাঙালি দার্শনিক ও সমাজ সংস্কারক।
আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস	তিনিই প্রথম প্রাকৃতিক বিজ্ঞানী যিনি উদ্ভিদের টিস্যুতে তরঙ্গের ক্রিয়া এবং তাদের প্রতিক্রিয়া নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। তিনি ক্রেসকোগ্রাফও আবিষ্কার করেন।
ভগিনী নিবেদিতা	ভগিনী নিবেদিতা ছিলেন একজন স্কটিশ-আইরিশ সমাজকর্মী, লেখক, শিক্ষক এবং স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য।
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়	আচার্য স্যার প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ছিলেন একজন প্রখ্যাত বাঙালি রসায়নবিদ, শিক্ষক, দার্শনিক ও কবি।
ঋষি অরবিন্দ ঘোষ	শ্রী অরবিন্দ ছিলেন একজন ভারতীয় দার্শনিক, যোগী, মহর্ষি, কবি এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদী।
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের একজন বাঙালি ঔপন্যাসিক ও ছোটগল্প লেখক। তাঁর বেশিরভাগ কাজই গ্রামের মানুষের জীবনধারা, ট্র্যাজেডি এবং সংগ্রাম এবং বাংলায় প্রচলিত সমসাময়িক সামাজিক অনুশীলনগুলি নিয়ে কাজ করে।
নন্দলাল বোস	নন্দলাল বসু আধুনিক ভারতীয় শিল্পের অন্যতম পথিকৃৎ এবং প্রাসঙ্গিক আধুনিকতার মূল ব্যক্তিত্ব ছিলেন।
যামিনী রায়	একটি ব্যক্তিগত পেইন্টিং শৈলী বিকশিত কোডেণ যা মূলত ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় লোক ও গ্রাম্য শিল্প, বিশেষ করে বাংলার দ্বারা অনুপ্রাণিত।
প্রশান্তচন্দ্র মহলানোবিস	প্রশান্তচন্দ্র মহলানোবিস ছিলেন একজন ভারতীয় বিজ্ঞানী এবং ফলিত পরিসংখ্যানবিদ যিনি মহলানোবিস দূরত্ব, একটি পরিসংখ্যানগত পরিমাপ তৈরি করেছিলেন।
সত্যেন্দ্র নাথ বোস	সত্যেন্দ্র নাথ বসু ছিলেন একজন বিশিষ্ট পদার্থবিদ, যার নামানুসারে কোয়ান্টাম মেকানিক্সের দুই শ্রেণীর কণার মধ্যে একটি 'বোসন' নামকরণ করা হয়েছিল।
নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস	সুভাষ চন্দ্র বোস একজন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী ছিলেন, যার ভারতে ব্রিটিশ কর্তৃত্বের অবাধ্যতা তাকে ভারতীয়দের মধ্যে নেতৃত্ব দেয়।
কাজী নজরুল ইসলাম	কাজী নজরুল ইসলাম (বিদ্রোহী কবি), যিনি নজরুল নামে জনপ্রিয়, একজন বাঙালি কবি, সংগীতশিল্পী এবং বিপ্লবী ছিলেন যিনি ফ্যাসিবাদ ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে তীব্র আধ্যাত্মিক বিদ্রোহকে সমর্থন করে কাব্যিক কাজের পথিকৃৎ ছিলেন।
মাদার টেরিজা	সেন্ট অফ গুটারস', মাদার টেরিজা, গৃহহীন ও মৃতপায়ীদের সেবায় তাঁর নিষ্ঠা এবং নিঃস্বার্থতার প্রতীক ছিলেন।

সত্যজিৎ রায়	সত্যজিৎ রায় ছিলেন একজন ভারতীয় পরিচালক, চিত্রনাট্যকার, প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা, লেখক, প্রাবন্ধিক, গীতিকার, ম্যাগাজিন সম্পাদক, চিত্রকর, ক্যালিগ্রাফার এবং সংগীত রচয়িতা।
উত্তম কুমার	উত্তম কুমার ছিলেন একজন ভারতীয় চলচ্চিত্র অভিনেতা, পরিচালক, প্রযোজক, গায়ক এবং সংগীত রচয়িতা, প্লেব্যাক গায়ক যিনি মূলত ভারতীয় এবং বাংলা চলচ্চিত্রে কাজ করতেন।
অমর্ত্য সেন	অমর্ত্য কুমার সেন একজন ভারতীয় অর্থনীতিবিদ এবং একজন নোবেল বিজয়ী।
সৌরভ গাঙ্গুলি	সৌরভ চণ্ডীদাস গাঙ্গুলি, যিনি দাদা নামে পরিচিত, তিনি একজন ভারতীয় ক্রিকেটার, ধারাভাষ্যকার এবং প্রাক্তন জাতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক যিনি ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের 39তম সভাপতি।